# নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

**বিশ্ব অর্থনীতি**

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতি যখন কোভিড-১৯ মহামারি থেকে দৃঢ়ভাবে পুনরুদ্ধার হতে শুরু করে, তখনই ইউক্রেনের যুদ্ধ চলমান এই পুনরুদ্ধারের একটি বাধা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং যুদ্ধের প্রভাবে সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাতের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মন্থরতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং মূল্যস্ফীতির পূর্বাভাস সংশোধন করেছে। জাতিসংঘের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন অ্যান্ড প্রসপেক্ট ২০২২' অনুসারে, ২০২০ সালের ৩.৪ শতাংশ সংকোচনের পরে ২০২১ সালে বিশ্ব অর্থনীতির ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ১৯৭৬ সালের পর সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে বিশ্ব অর্থনীতি ২০২২ সালে ৪.০ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকোনমিক প্রসপেক্ট, জানুয়ারি ২০২২ অনুযায়ী ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে ৪.১ এবং ৩.২ শতাংশ, যেখানে ২০২১ সালে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৫.৫ শতাংশ।

এ অর্থনৈতিক মন্থরতা উন্নত অর্থনীতি, উদীয়মান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির মধ্যে ভিন্ন হবে। উন্নত অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৫ শতাংশ হতে ২০২২ সালে ৩.৮ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ২.৩ শতাংশে নেমে আসবে মর্মে পূর্বাভাস ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ হার এসব অর্থনীতিকে তাদের প্রাক-মহামারি পর্যায়ের উৎপাদন এবং বিনিয়োগ প্রবণতায় প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট হবে। উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ২০২১ সালের ৬.৩ শতাংশ থেকে ২০২২ সালে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৩ সালে ৪.৪ শতাংশে নেমে যাওয়ার আভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে, ২০২৩ সালের মধ্যে সকল উন্নত অর্থনীতির উৎপাদন সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার অর্জন করবে; তবুও উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৪ শতাংশের নিচে থাকবে। অনেক দুর্বল অর্থনীতির জন্য, বিপত্তি আরও বড়, ভঙ্গুর এবং সংঘাত-আক্রান্ত অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রাক-মহামারি প্রবণতার ৭.৫ শতাংশ নীচে এবং ছোট দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির মোট উৎপাদন ৮.৫ শতাংশের নীচে থাকবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) এপ্রিল ২০২২-এ, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২২ এবং ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৩.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হবে। ২০২২ এবং ২০২৩-এর প্রাক্কলন WEO জানুয়ারি ২০২২ আপডেটের তুলনায় যথাক্রমে ০.৮ এবং ০.২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। ২০২৩ সালের পর মধ্য মেয়াদে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৩ শতাংশে হ্রাস পাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে।

**সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত**

এক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.০ শতাংশের মাইলফলক এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশের মাইলফলক অতিক্রম করে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থনীতির ৬.৯৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ০.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট এবং গত অর্থবছরের তুলনায় ০.৩১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট বেশি।

বিবিএস এর সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়াবে যথাক্রমে ২,৭২৩ মার্কিন ডলার ও ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। গত ২০২০-২১ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল যথাক্রমে ২,৪৬২ মার্কিন ডলার এবং ২,৫৯১ মার্কিন ডলার। সাময়িক হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ভোগব্যয়ের পরিমাণ জিডিপি'র শতকরা হারে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৭৪.৬৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮.৪৪ শতাংশে দাঁড়াবে। একই সময়ে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ৩১.৬৮ শতাংশে উন্নীত হবে, যার মধ্যে সরকারি বিনিয়োগ এবং বেসরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে জিডিপি'র ৭.৬২ শতাংশ এবং ২৪.০৬ শতাংশ। জিডিপি প্রবৃদ্ধির মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস হল ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৭.৫ শতাংশ, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭.৮ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮.০ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতির হার

দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ শতাংশ, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরের তুলনায় ০.০৯ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট কম। এর মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ৫.৭৩ শতাংশ এবং খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ৫.২৯ শতাংশ। করোনা মহামারির দুর্যোগকালীন পৃথিবীতে রাশিয়া-ইউক্রেনের মধ্যকার যুদ্ধের কারণে, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ ২০২২-এ মূল্যস্ফীতি দাঁড়ায় ৬.২২ শতাংশ, যা মার্চ, ২০২১-এ ছিল ৫.৪৭ শতাংশ।

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩,৮৯,০০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৭৮ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৩০,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৩০%), এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ১৬,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪০%) এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.১০%)। অর্থ বিভাগের আইবাস++ ডাটাবেজ এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,২৫,১১৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫৭.৮৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৩৯ শতাংশ বেশি। এসময়ে এনবিআর কর্তৃক ১,৯৮,৮৭১ কোটি টাকার রাজস্ব আহরিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬২.২৬ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৮.৮১ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১০.১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৯৩,৫০০ কোটি (জিডিপি'র ১৪.৯৩%) টাকায় উন্নীত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ২,০৭,৫৫০ কোটি টাকা (স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যাতীত), যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫.০১ শতাংশ বেশি।

রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপির ৫.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৭ শতাংশ এবং ৪.৩ শতাংশ (জিডিপি'র ভিত্তি বছর: ২০১৫-১৬)। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণের প্রবাহের পরিমাণ হলো ৫,৮৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৬৩ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বৈদেশিক দায়ের স্থিতি ৫৫,৮২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা জিডিপি'র ১২.২৩ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ সামষ্টিক অর্থনীতি এবং আর্থিক অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। প্রক্ষেপিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও ভোক্তা মূল্যসূচক ভিত্তিক সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি নির্ধারিত হয়েছে ১৫.০ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি সংকুলান করা হয়েছে ১৭.৮ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২২-এ ব্যাপক মুদ্রা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯.৪৫ শতাংশ এবং ১৩.৩২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল যথাক্রমে ১৩.৩৫ শতাংশ এবং ৯.০৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮.১ শতাংশ ও ১০.৯ শতাংশ, যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে উক্ত খাতে প্রকৃত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৮.৩ শতাংশ ও ৮.৯ শতাংশ।

ঋণ এবং আমানতের সুদ হার এ নিম্নগামী ধারা বজায় রয়েছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষে ৭.৪৮ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৭.১০ শতাংশে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২১ শেষের ৪.৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৪.০২ শতাংশে পৌঁছায়। বাজার ভিত্তিক সুদহারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়া ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদ হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

২০২১-২২ অর্থবছরে মূল্যসূচকে কিছুটা অস্থিরতা (volatility) পরিলক্ষিত হলেও ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই উভয় বাজারের বাজার মূলধন ও মূল্যসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিইসি'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) জুন ২০২১ শেষের তুলনায় এপ্রিল ২০২২ শেষে বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৪.৪১ শতাংশ এবং ৬.৫৯ শতাংশ। একই সময়ে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর বাজার মূলধন ও সার্বিক মূল্য সূচক বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ৬.০৩ শতাংশ এবং ১১.৬৭ শতাংশ।

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব কাটিয়ে ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক বাণিজ্য ঘুরে দাঁড়ালেও রাশিয়া-ইউক্রেন পরিস্থিতি

বিশ্ব বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে একদিকে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার কারণে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। একই সাথে জ্বালানি তেলসহ পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করছে। তবে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল, ২০২২ সময়ে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩,৩৪৪.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৫.১৪ শতাংশ বেশি। জুলাই-মার্চ, ২০২২ সময়ে আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬,৪৯৮.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩.৮৪ শতাংশ বেশি। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সময়কালে বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়ে ২২,৩০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, পূর্ববর্তী অর্থবছর একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২,৩৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধির চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় মূলতঃ বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

বাণিজ্য ঘাটতির বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সের প্রবাহ হ্রাসের কারণে এ সময়কালে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ১২,৮৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। একই সময়ে, বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক যথেষ্ট পরিমাণ মেয়াদী ঋণ গ্রহণের কারণে মূলধন ও আর্থিক উভয় হিসাবে উদ্বৃত্ত ঘটে। এ সকল খাতের নীট প্রভাবের ফলাফল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,২২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৬,৮৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ১৮ মে ২০২২ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৪২.৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার প্রায় ১.৯ শতাংশ অবমূল্যায়ন পরিলক্ষিত হয়।

**অর্থনীতির খাতভিত্তিক পরিস্থিতি**

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর প্রভাব, অতি বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ৪৬৫.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল ৪৬৬.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৯.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ১০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। তবে বেসরকারি খাতে মোট ২৭.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ২৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে ৯,৫০০ কোটি টাকা এবং বীজ উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪৬.২১ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা ৪৬.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে গবাদি প্রাণি ও পোল্ট্রির জন্য ১৭টি রোগের ৩১.১৬ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় দেশের শিল্প খাতকে সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ-এর আওতায় নানাবিধ সহায়তা প্রদান করেছে। এ প্যাকেজের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কার্যক্রম: রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিশেষ তহবিল, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের সুবিধা বৃদ্ধি এবং এসএমই খাতের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম। ফলে শিল্পখাত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিবিএস এর শিল্প উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Indestrial Production) অনুসারে ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২১) বৃহৎ ও মাঝারি ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উৎপাদন সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের উৎপাদন সূচকের তুলনায় ১৮.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫০৭.৬৫ পয়েন্টে।

২০২১-২২ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২২,০৬৬ মেগাওয়াট, যা

নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩,৭৯২ মেগাওয়াট (২৭ এপ্রিল ২০২১) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে ৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধ্যে ৪০.০২ শতাংশ সরকারি খাতে, ৪.১০ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪৭.৩৯ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ৮.৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.১৯ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.১৯ কোটি। উল্লেখ্য, ২০২৪ ও ২০২৫ সালের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১ম (১,২০০ মেগাওয়াট) ও ২য় (১,২০০ মেগাওয়াট) ইউনিটের নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৬২ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিষ্কৃত ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২২ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের (fuel diversification) জন্য গ্যাস ও তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৩৩ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে গৃহীত প্রকল্পসমূহ, পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল ও অনুরূপ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,০৯৩ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ১৯টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত দেশে মোট মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৮.১৫ কোটি ও ১২.২৮ কোটিতে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যান্ডউইথ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি (বিএসসিসিএল) বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২,০৬০ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড)।

করোনা ভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদার পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার আর্থ সামাজিক খাতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ২৪.৯৩ শতাংশ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত খাতসমূহ যেমন- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন, সংস্কৃতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যয় করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি হতে জনজীবনের সুরক্ষা ও মৃত্যু রোধে National Deployment and Vaccination Plan এর মাধ্যমে ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে কোভিড-১৯ এর ভ্যাক্সিন/টিকা দান কর্মসূচির আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আর্থিক খাতে সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সন্দেহাতীতভাবে গত দশকে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি, বেসরকারি নানাবিধ যৌথ কর্মকান্ডের কার্যকরি ও সফল পদক্ষেপের সংমিশ্রণে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৬ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০০৫ সালে বিদ্যমান দারিদ্র্যর হার ৪০.০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৬ সালে ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সরকার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সর্বত্র চলমান করোনা মহামারি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আঘাত হানা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নতির নিয়ামক-এ প্রশংসনীয় অবস্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দূরদর্শী ও বাস্তবসম্মত আর্থিক নীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রযাত্রা অদম্য রয়েছে। ফলে, দারিদ্র্য পরিস্থিতির অনাকাঙ্ক্ষিত চিত্র এই মহামারির সময়েও জীবনযাত্রার মানে তেমন উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি।

২০২১ সালে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) দেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮০৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সময়ে বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগ (স্থানীয় ও বৈদেশিক) খাতে মোট ৭৬৩টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে সর্বমোট ১,০৮,০২২ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। দেশে বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সময় পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে সর্বমোট ৪.৮ লক্ষ বাংলাদেশীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে ৬৬ শতাংশ নারী। ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ অনুমোদন করা হয়েছ। এর মধ্যে সরকারি ৬৮টি এবং বেসরকারি ২৯টি। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বর্তমানে ১০টি খাতে ৭৮টি প্রকল্প নীতিগতভাবে আনুমোদিত হয়েছে।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশ পরিবেশগত সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহের মোকাবিলায় দূষণমুক্ত, সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর পরিবেশগত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP), 2009' বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, জাতীয় পরিবেশনীতি ২০১৮ জারী করা হয়েছে। সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য প্রণীত বন মহাপরিকল্পনা (২০১৬-২০৩৫) প্রক্রিয়াধীন আছে।